দৈনিক খবর

তারিখ ...3.0 JUL 1993...
পৃষ্ঠা... ৫.... কলাম ... ৩ ...

শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সম্প্রতি রাজধানী ঢাকায় আয়োজিত শিক্ষাবিষয়ক এক অনুষ্ঠানে যে বক্তব্য রেখেছেন তাতে সমগ্র জাতির প্রয়োজন মেটাতে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে জীবনভিত্তিক এবং সময়োচিত করার ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তিনি বলেছেন, শিক্ষাকে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত করতে হবে এবং শিক্ষার মান উন্নয়ন, সুযোগ সৃষ্টি এবং মেধা পাচার রোধের ব্যবস্থা করতে হবে। দারিদ্র্য মুক্তি, বিজ্ঞান এবং কারিগরি ভিত্তিক গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করবে এমন এক বাস্তবধর্মী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তিনি শিক্ষাবিদদের এগিয়ে আসার জন্যআহবানজানিয়েছেন।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, শিক্ষাই হচ্ছে একটি জাতির সার্বিক উন্নয়নের প্রধানতম বাহন। শিক্ষা ব্যতিরেকে কোন দেশ বা জাতি উন্নয়নের কাংখিত লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে এমন কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না। শিক্ষার প্রসার এবং মানের দিক থেকে যে দেশ যত বেশী এগিয়ে গেছে সে দেশ তত বেশী উন্নত হয়েছে। উন্নত দেশগুলোর দিকে তাকালেই এই বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায়। এমন উন্নত দেশও রয়েছে যেখানে শতকরা একশ'ভাগ লোকই শিক্ষিত। শিক্ষার সাথে জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির বিষয়টি গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত বলেই পৃথিবীর অনেক দেশ এখন শিক্ষার প্রসার এবং মান উন্নয়নের জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়েছে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ দেশে আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যেখানে সবচেয়ে বেশী সেখানে শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি একেবারেই নগণ্য। কেননা, দেশের শতকরা ৭৫ শতাংশ মানুষ,এখনও নিরক্ষর বা অশিক্ষিত। আর ২৫ শতাংশ শিক্ষিত লোক বলতে আমরা যাদের জানি তাদের সিংহভাগই হচ্ছে কোন রকমে নাম দস্তখত করতে পারে এমন মানুষ। অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা খুবই কম। যে দেশের শতকরা ৭৫ শতাংশ মানুষই অশিক্ষিত এবং শিক্ষিত অংশের বিপুলভাগ মানুষ শুধু নাম দস্তখত করার মত বিদ্যা অর্জন করেছে সে দেশের উন্নতি যে পদে পদে বাধাগ্রস্ত হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বাস্তবে হয়েছেও তাই। দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতার ২২ বছর অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা প্রায় কোন ক্ষেত্রেই কাংখিত সাফল্য অর্জন করতে পারিনি। আমরা পারিনি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকেও জাতিকে মুক্ত করতে পারিনি। পারিনি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য হতে। ফলে সমাজের সর্বত্রই অস্থিরতা বিরাজ করছে। আইন–শৃংখলার অবনতি ঘটছে। শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হতে পারলে এইসব সমস্যা এতটা প্রকট আকার ধারণ করতো না।

অথচ শিক্ষাক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার মত কোন বাস্তব পদক্ষেপই এতদিন নেয়া হয়নি। এমনকি যুগোপযোগী ও জীবনভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য যে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের অপরিহার্যতা রয়েছে সেটাকেও আমল দেয়া হয়নি। বঙ্গবন্ধু সরকারের আমলে ডক্টর কুদরত–ই–খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও সে ব্যাপারে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলেও এ ব্যাপারে একবার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো। কিন্তু সে উদ্যোগও শেষ পর্যন্ত ফলপ্রসূ হতে পারেনি। অথচ ক্ষমতায় এসে সব সরকারই শিক্ষার উন্নয়নের কথা বলেন। জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের প্রতিশ্রুতিও দেয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে শিক্ষা খাতে সর্বাধিক বাজেট বরাদ্দের মত দু'একটি ঘটনা ছাড়া কোন সরকারের আমলেই শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের জন্য তেমন কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি। বর্তমান সরকারের আমলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু হওয়ায় শিক্ষা বিস্তারের একটা সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে বটে। এই পদক্ষেপটি সর্বমহলের প্রশংসাও কুড়িয়েছে। কিন্তু দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাথমিক শিক্ষার হাল সম্পর্কে প্রায়ই যে সমস্ত খবর পাওয়া যাচ্ছে তাতে মনে হয় না বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সফল হবে। কেননা, অভিযোগ রয়েছে স্কুল গমনোপযোগী অনেক ছেলে–মেয়েই স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার যারা ভর্তি হচ্ছে তাদের অনেকে একপর্যায়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে। এছাড়া শিক্ষক এবং শিক্ষা উপকরণের অভাবে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত হওয়ার খবর পত্র–পত্রিকায় প্রায় প্রতিনিয়তই ছাপা হচ্ছে। স্কুল ভবন সংস্কারের অভাবে, চেয়ার, টেবিল তথা প্রাথমিক শিক্ষার আনুষঙ্গিক উপকরণের অভাবে দেশের বহু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই বলে প্রায়ই অভিযোগের কথা শোনা যায়।

এতো গেলো শুধুমাত্র প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত খবর। মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষাব্যবস্থাও নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন। শিক্ষক এবং শিক্ষা উপকরণের অভাব হাই স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া সরকারী এবং বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পর্বতপ্রমাণ বৈষম্য থাকার দরুন শিক্ষার মান বজায় রাখার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না– যা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অন্যতম দুর্বলতা। সর্বোপরি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রায় কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। বিশেষ করে কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র দলাদলিকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসের ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত রাখার জন্য সর্বমহলের পক্ষ থেকে দাবী তোলা সত্ত্বেও শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। এই যখন বাস্তব অবস্থা, তখন শিক্ষার উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব তা আমাদের বোধগম্য নয়। জীবনভিত্তিক এবং যুগোপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা জাতির সার্বিক স্বার্থেই কাম্য। কিন্তু এজন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন একটি জাতীয় শিক্ষানীতি এবং সেই সাথে প্রয়োজনীয় সুযোগ–সুবিধাসম্বলিত শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ, যা নিশ্চিত করার জন্য সরকারকেই যাবতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।